

Pubali Home Loan just a click away

Apply online - instantly know your loan limit.
Your loan now at your fingertips.

• Flat • Office • Construction • Renovation

Scan QR code or <https://applyhomeloan.pubalibankbd.com>



পূবালী ব্যাংক পিএলসি
PUBALI BANK PLC.



Open your
Account
from anywhere

PI Banking-
a Pubali Bank apps



ISO/IEC
27001:2022

ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানে 'ইসলামী ব্যাংকিং কর্ণার' পূবালী ব্যাংকের প্রায় সকল শাখা এবং উপশাখায়

PM for faster manifesto implementation

Attends office on weekly holiday

UNB, Dhaka

Prime Minister Tarique Rahman yesterday attended office on a public holiday and urged officials to expedite implementation of the government's election manifesto.

The move, similar to last week's holiday appearance, signals his push to maintain momentum in delivering key policy priorities.

Tarique arrived at the Prime Minister's Office in Tejgaon at 10:15am, said his Additional Press Secretary Atikur Rahman Rumon.

Rumon said the prime minister left his Gulshan residence in the morning and went to his office in Tejgaon, where he held a meeting with officials and staff members.

SEE PAGE 9 COL 3



Home Minister Salahuddin Ahmed, accompanied by The Daily Star Editor and Publisher Mahfuz Anam, inspects the fire-damaged floors of the newspaper's building during a visit yesterday. Foreign Minister Khalilur Rahman also visited The Daily Star yesterday.

PHOTO: RASHED SHUMON

NCP eyes stronger grassroots, more political gains

Says Nahid marking party's first anniversary

STAFF CORRESPONDENT

National Citizen Party Convener and Opposition Party Chief Whip Nahid Islam yesterday said the party's next goal is to strengthen its grassroots organisation to expand its political gains.

"We are not satisfied with winning six seats in the last election. We will work towards greater success in the future," he said, urging party leaders and activists to

SEE PAGE 9 COL 4

253 incidents of violence against women in Feb: MSF

UNB, Dhaka

The human rights situation across Bangladesh deteriorated further in February compared to January this year, particularly due to post-election violence, political arrests, violence against women and children, and border-related incidents, according to a report by Manabdhikar Shongskriti Foundation (MSF).

The findings were disclosed in MSF's Human Rights Situation Monitoring Report for February 2026, released yesterday.

Although no major violence was reported on Election Day on February 12, incidents of violence,

casualties, politically and personally motivated attacks, clashes, violence against women, and arson occurred in different parts of the country following the announcement of the election and referendum results, said the report.

According to data published in the media and collected by MSF, a total of 799 people were victims of election-related violence in 136 incidents in February, leaving five people killed and 794 others injured.

Of the 136 incidents, 65 occurred before the election, leaving 385 people injured. On Election Day, 14 incidents were reported with 98 people injured.

SEE PAGE 9 COL 7



Speakers at the 13th episode of The Daily Star's 'Itihas Adda' at The Daily Star Centre yesterday.

PHOTO: STAR

Bangla must live beyond symbolic observance

Say speakers at Star Itihas Adda

STAFF CORRESPONDENT

As Bangladesh observes the enduring legacy of the Language Movement throughout February, conversations around Bangla often intensify — sometimes emotionally, sometimes critically.

Scholars and writers, however, say safeguarding a language requires more than seasonal sentiment; it demands year-round practice, precision and responsibility from both institutions and individuals.

At the 13th episode of The Daily Star's 'Itihas Adda', speakers said while Bangla faces no immediate threat of extinction, its "health" depends on how effectively it adapts to modern technology and is implemented at the state level.

Prof Dr Mohammad Asaduzzaman of the Department of Linguistics at Dhaka University said language cannot be confined to symbolic observance.

"We tend to become highly attentive to language during a particular month, sometimes overwhelmed with emotion. But language is not something we use only in February — it is part of our daily life," he said.

He stressed that love and emotional attachment to Bangla must translate

into consistent and correct usage. The continuity of discussion around language is equally important, he added.

"This conversation should not end by mid-March. Those involved in writing and editing, especially in newspapers, must treat this issue with importance throughout the year," he said.

Critiquing past state-led initiatives, Prof Shamima Sultana of the Bangla department at Jahangirnagar University highlighted inconsistencies in what was promoted as "Digital Bangla".

"A 2022 survey of government websites — from the President's office to the Prime Minister's — revealed widespread spelling errors. Even fundamental terms like 'freedom fighter' were incorrectly written. Despite spending crores on digitisation, there was a lack of sincerity in applying the language correctly," she said.

She also underscored the political nature of language, referring to the resurgence of certain terms during recent mass movements.

Words such as "Insaf" and "Inqilab", she noted, have reappeared in public discourse, sparking renewed debates over linguistic identity and notions of purity.

SEE PAGE 9 COL 3

403 students died by suicide last year

Says Aachol Foundation report

STAFF CORRESPONDENT

At least 403 students died by suicide in the country in 2025, with schoolchildren making up the largest share — a total of 190 cases.

In the cases, the number of female students was higher, according to a survey by Aachol Foundation, an organisation working on suicide prevention and mental health awareness.

The findings of the study, titled "Student Suicides: A Growing Crisis", were presented at a press conference in Dhaka yesterday.

The survey shows that suicides among students rose from 310 in 2024 to 403 in 2025. The data was compiled by reviewing reports published in 165 local and national media outlets.

Findings show about 28 percent of the cases were linked to depression,

SEE PAGE 9 COL 4

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা), ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ

জনস্বার্থে বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ ও বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ বাতিলের জন্য বিনীত আবেদন।

১) বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ কেন বাতিল করা প্রয়োজন।

ক) ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিতে বিজনেস টু বিজনেস (বি-টু-বি) অর্থাৎ এক ট্রাভেল এজেন্সির নিকট হইতে অন্য ট্রাভেল এজেন্সি টিকিট ক্রয়-বিক্রয় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ব্যবসায়িক রীতি। বর্তমান সংশোধিত অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্তকালীন সরকারের শেষ সময়ে অংশীজনের কোন মতামত গ্রহণ না করে বি-টু-বি ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর পরপরই International Air Transport Association (IATA) গত ১৪ই জানুয়ারী ২০২৬ এক পত্রে এই অধ্যাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশকে সতর্ক করেছে। আন্তর্জাতিক মান, অনুশীলন ও বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে বিপরীত কোন ধরনের আইন প্রণয়ন করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেছে।

খ) দেশে বর্তমানে প্রায় ৬০০০ লাইসেন্সধারী ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে, যেখানে এক লাখের অধিক ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত। ৫৫০০ এরও অধিক ছোট ট্রাভেল এজেন্সি ৩৫০টি IATA তালিকাভুক্ত বড় ট্রাভেল এজেন্সির উপর ব্যবসায়িকভাবে নির্ভরশীল। একটি ট্রাভেল এজেন্সিকে আয়টার তালিকাভুক্ত হতে ন্যূনতম ৩০ লক্ষ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হয়, যা ছোট ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর পক্ষে বেশ কঠিন। এমনকি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের টিকিট বিক্রির অনুমতি পেতেও একটি বড় অংকের অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। ফলে ছোট ছোট ট্রাভেল এজেন্সিগুলি গত কয়েক দশক ধরে সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বড় ট্রাভেল এজেন্সির নিকট হতে টিকিট ক্রয় বিক্রয় করে ব্যবসা পরিচালনা করত। বর্তমান অধ্যাদেশে এক ট্রাভেল এজেন্সি অন্য ট্রাভেল এজেন্সি থেকে টিকিট ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করার কারণে এই সেক্টরের সকল কর্মসংস্থান হ্রাস মध्ये পড়ছে এবং অন্য দেশের ট্রাভেল এজেন্সিগুলো বাংলাদেশের বাজার দখল করে নিচ্ছে।

গ) বর্তমান অধ্যাদেশে মন্ত্রণালয় চাইলেই যে কোন সময় যেকোন ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সনদ কোন শুনানি ব্যতিরেকে স্থগিত করতে পারে। এটি বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

ঘ) বর্তমানে একটি ট্রাভেল এজেন্সির লাইসেন্স কি প্রায় ৬২,০০০/- টাকা। অথচ পৃথিবীর অনেক দেশেই শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স দিয়েই ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা করা যায়। বর্তমান অধ্যাদেশে নতুন করে অফলাইন ট্রাভেল এজেন্সির ব্যাংক গ্যারান্টি দশলক্ষ এবং অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সির ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি এক কোটি টাকা করা হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও ট্রাভেল এজেন্সি লাইসেন্সের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি দেওয়ার কোন প্রচলন নেই। এত টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে ছোট ট্রাভেল এজেন্সির জন্য ব্যবসা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

২। বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ কেন বাতিল করা প্রয়োজন।

ক) কোন দেশ-বিদেশি এয়ার অপারেটর ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মতামত না নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ জারি করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশে বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে যাবে। এই অধ্যাদেশ আগামী ICAO অভিতে মারাত্মকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যার ফলে বাংলাদেশ ICAO কর্তৃক Significant Safety/Security Concern (SSC/SSEC) আরোপের সমূহ ঝুঁকিতে পড়তে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশী এয়ারলাইনসকে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে, অনেক অনুমোদিত রুট বাতিল হতে পারে এবং নতুন আন্তর্জাতিক রুট চালু অসম্ভব হয়ে পড়বে। এছাড়া বাংলাদেশী বিমান সংস্থাগুলোর সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন বিমান সংস্থার কোড শেয়ার ও ইন্টারলাইন চুক্তি বাতিল হতে পারে। বাংলাদেশী পাইলট ও প্রকৌশলীদের লাইসেন্স আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে। লিজে পরিচালিত বিমান প্রত্যাহারের হার বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন লিজের বিমান প্রাপ্তি অসম্ভব হয়ে পড়বে। এরই ধারাবাহিকতায় অনেক দেশি বিদেশি বিমান সংস্থা তাদের পরিচালনা বন্ধ করে দিতে পারে। প্রভাব হিসেবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং বিমান ভাড়া বৃদ্ধি পাবে। পরিশেষে বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

খ) বেসরকারী বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ এ বিদেশি এয়ার অপারেটরদের জন্য সাধারণ বিক্রয় প্রতিনিধি (জিএসএ) নিয়োগ বাধ্যতামূলক রাখার বিধান প্রত্যাহার করার প্রত্যাহার প্রায় বিশ হাজার স্থানীয় কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বিমান পরিচালনাকারী দেশসমূহ জিএসএ বিধান বাধ্যতামূলক করেছে, আর আমরা বাধ্যতামূলক জিএসএ বিধি বাতিল করে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছি।

এই অধ্যাদেশ দুটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রথা ও চলমান অনুশীলন থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যে, বাংলাদেশের সক্ষমতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে একটি নেতিবাচক ধারণার জন্ম নিবে। বেসামরিক বিমান চলাচল, ট্রাভেল এজেন্সি ও পর্যটন খাতের যে কোন আইন আন্তর্জাতিক প্রথা ও মানদণ্ডের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে আমরা বাজার, কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স হারাতে।

ট্রাভেল এজেন্সি, জিএসএ ও দেশি-বিদেশি এয়ার অপারেটর